বাংলা উপভাষার শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা ,৪র্থ সেমিষ্টার, পাসকোর্স, CC-(MIL-L2-2)

সুমন ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
তেহাট্টা সদানন্দো মাহাবিদ্যালয়

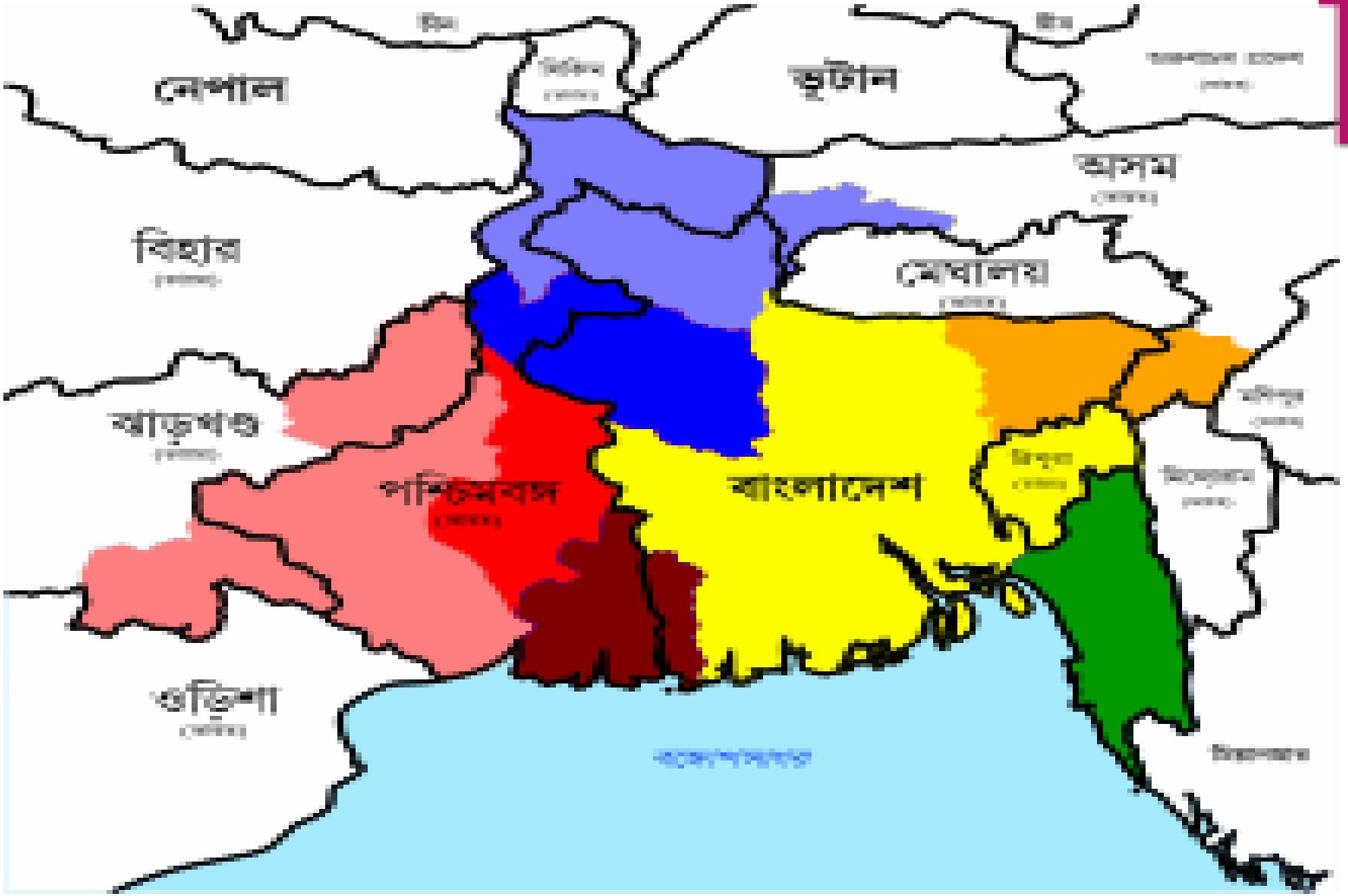
নেপাল
ভুটান
আসাম
বিহার
মেঘালয়
ঝাড়খণ্ড
পশ্চিমবঙ্গ
বাংলাদেশ
ওড়িশা

উপভাষার শ্রেণীবিভাগ -

১।রাঢ়ী উপভাষা
২।বঙ্গালী উপভাষা
৩।বরেন্দ্রী উপভাষা
৪।ঝাড়খণ্ডী উপভাষা
৫।রাজবংশী উপভাষা

রাঢ়ী উপভাষার অবস্থান-

- পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা,

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই উপভাষার প্রচলন লক্ষ করা যায়। এই উপভাষাকে ভিত্তি করে প্রমিত বাংলা গঠন করা হয়েছে।

❑ রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য-

.১।শব্দের যে কোনো স্থলে ব্যবহৃত ‘অ’-এর ‘ও’-রূপে উচ্চারণ প্রবণতা।

যেমন—অতুল→ওতুল, মধু→মোধু, পাগল→পাগোল, মত→মতো।

২।শব্দে ব্যবহৃত ‘ন’ ‘ল’ রূপে এবং ‘ল’ ‘ন’ রূপে উচ্চারণ লক্ষ করা যায়।

যেমন—নৌকা→লৌকা, নয়→লয়; লুচি→নুচি, লেবু→নেবু।

৩।কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘গুলি’, ‘গুলো’ এবং অন্য কারকের বহুবচনে ‘দের’ বিভক্তির প্রয়োগ।

যেমন—মেয়েগুলো, পাখিগুলি, রামেদের।

বঙ্গালী উপভাষা -

- **ভৌগোলিক সীমা-**

এটি অধুনা বাংলাদেশের প্রধান উপভাষা। ঢাকা বিভাগ, ময়মনসিংহ বিভাগ,খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, বৃহত্তর কুমিল্লা-নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে এই উপভাষা। ভাষাভাষী সংখ্যা বিবেচনায় এই উপভাষাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।

বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য-

১। এ >অ্যা (কেন > ক্যান) , উ >ও (মুলা > মোলা), ও >উ (দোষ >দুষ), র >ড় (ঘর >ঘড়) ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটে।

২। গুল, গুলাইন দিয়ে বহুবচন পদ গঠিত হয়।

যেমন- বাত গুলাইন খাও।

৩। গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়।

যেমন- আমারে মারে ক্যান।